পাহাড় পর্বতে বাঙালি নারী (২য় পর্ব)

মীর শামছুল আলম বাবু

[বাংলাদেশের বিশিষ্ট আরোহী মীর বাবু একটি বিশেষ কাজ করেছিলেন বেশ কিছুদিন আগে। তিনি পর্বতারোহণে বাঙালি নারীদের কৃতিত্ব নিয়ে ছোটখাট একটি সাতকাহন প্রকাশ করেছিলেন সোনারপুর আরোহী'র এক বাৎসরিক সংখ্যায়। নানা নিরিখে গুরুত্বপুর্ণ ওই লেখাটি ই-ম্যাগের পাতায় পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। তবে এবারে লেখাটির খানিক সম্পাদনা, খানিক সংযোজনের প্রয়োজন পড়েছে। দীর্ঘ কাহিনী, তাই অন্যূন চারটি পর্বে চলবে এই ধারাবাহিক। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন, মিস না হয় যেন! এবারে প্রকাশিত হ'ল দ্বিতীয় পর্ব।]

অভিযানের মূল অধ্যায় হ'ল পর্বতারোহণ। তার মধ্যেই কত কী ঘটে। দল ভাগ হয়ে অগ্রবর্তী শিবির স্থাপন, কারও উচ্চতাজনিত অসুস্থতা, মাইনাস ১৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তুষারপাত ও তুষারধসে বেসামাল দশা, শেরপাদের আহত হওয়া, দলনেত্রীর অসুস্থতা, মেয়েলি হাসি-কান্না ইত্যাদি মিলিয়ে ২৬ অক্টোবর সকলেই পৌঁছেছে দু'নম্বর ক্যাম্পে। ২৭ তারিখ সকালে সুদীপ্তা, শীলা, লক্ষ্মী আর স্বপ্না মিত্র শেরপা সহায়তায় কোমরসমান তুষার ঠেলে ওঠা শুরু করলেন। চড়াইপথে অসুস্থ হ'ল শীলা ঘোষ। নামিয়ে নেওয়া হল তাকে। ঐদিন বিকালে ১৮২০০ ফুট উঁচুতে স্থাপিত হ'ল ক্যাম্প-৩ বা 'সামিট ক্যাম্প'। ২৮ তারিখ সকাল পৌনে আটটায় শুরু হ'ল 'সামিট পুশ' বা চূড়োয় ওঠার চেষ্টা। ক্যাম্প থেকে দক্ষিণপূবে নেমে রোন্টির পাদমূল। তারপর উত্তরপূর্ব গিরিশিরা ধরে উঠার জন্য দক্ষিণ পশ্চিমে মোড় নিতে হল। রোন্টি পর্বতের 'পশ্চিম স্যাডেলে' পৌঁছে ক্রাম্পন পরে, আইস-এক্স হাতে রোপ-আপ হয় দল। প্রথমে নোয়াং শেরপা, তারপর শেরিং-সপ্নামিত্র-লক্ষ্মীপাল-তাসিশেরপা-সুদীপ্তা - এইমতো রোপ-আপ হয়ে আরোহণ শুরু। গিরিশিরার পর সঙ্কীর্ণ পথ। এখানেই বরফ ধস। প্রথমে 'রোপ-আপ' এর বাইরে থাকা শেরপা সর্দার পাসাং গড়াতে গড়াতে আড়াইশো ফুট নিচে বরফে খাঁজে আটকে গেল। বুক ও পিঠে চোট পেলেও উঠে এল অভিজ্ঞ পাসাং। আবার

চলা শুরু। আবার বুম বুম শব্দ, আবার তুষার-ধস। এবার চোট কিন্তু সরাসরি রোপ-আপ হওয়া দলের ওপর। স্বপ্না মিত্রকে জড়িয়ে ধরে অ্যাংকর করল শেরিং শোরপা; সুদীপ্তা নিজের আইস-এক্স দিয়ে বরফ-গাত্রেই অ্যাংকর করতে সমর্থ হ'ল। পৃথুলা লক্ষ্মী পাল ফুট ছয়েক নেমে গেলেও এ যাত্রা রক্ষা পেলো এক দড়িতে বাঁধা (রোপ-আপ) থাকার জন্যই। ইতিমধ্যে দুপুর ১২টা বেজে গেছে, তুষারপাত আর হোয়াইট আউট শুরু হচ্ছে, সামনে অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। অথচ সামিট মাত্র ২০০ ফুট উপরে। সবাইকে নিয়ে গেলে সামাল দিতে আরও দেরি হবে, আবহাওয়া আরও খারাপ হবে। সুস্থাবস্থায় ফেরত আসা মুশকিল হবে। তাই সর্দার পাসাং পরামর্শ দিলো, দু'জন শেরপার সাথে একজন মেয়ে যাক, তাহলেই জয় সুনিশ্চিত করা যাবে। সুদীপ্তা তখন নেত্রী। সিদ্ধান্ত হল স্বপ্না যাবে সামিটে। রোপ-আপ থেকে আলাদা হয়ে দুই শেরপা পাসাং ও দা তেনজিং-এর সাথে নতুন করে রোপ-আপ হল স্বপ্না মিত্র। ওই দু'শো ফুট উঠতে আড়াই ঘণ্টা! দুপুর পৌনে তিনটেয় শিখরে পৌঁছল তিনজন। পাসাং শেরপা, দা-তেনজিং এবং স্বপ্না মিত্র (পরে চৌধুরী)। ১৯৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর বাঙালি-নারীদের দ্বারা বিজিত হল ১৯,৮৯৩ ফুট উঁচু রোন্টি পর্বত। বাঙালি নারীদের কাছে ২৮ অক্টোবর তাই স্মরণীয় দিন।

এরপর ১৯৭০ সালে সুজয়া গুহ'র (পর্বতারোহী কমল গুহর স্ত্রী) নেতৃত্বে পথিকৃৎ ক্লাবের আয়োজনে হিমাচল হিমালয়ের ৩২০.১৪.০৫ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৭০.৩২.২৩ দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত একটি অনামা এবং অজেয় (আগে তো যাওয়াই হয়নি) পর্বতশিখরে অভিযান সংগঠিত হয়। ২১ আগস্ট দলনেত্রী সুজয়া গুহ, সহ-দলনেত্রী সুদীপ্তা সেনগুপ্তা, শেফালী ঘোষ এবং তিনজন শেরপা শিখর জয় করেন। কোনো অনামা ও অজেয় (ভার্জিন) পর্বতে বাঙালি নারীদের এটাই প্রথম সাফল্য। ২০,১৩০ ফুট উঁচু এই চূড়ার নামকরণ করা হয় 'ললনা' নামে। অভিযান থেকে ফেরার পথে কড়চা নালার জলস্রোতে ভেসে দলনেত্রী সুজয়া গুহ ও সদস্যা কমলা সাহা মৃত্যুবরণ করেন। এই মৃত্যু পশ্চিমবঙ্গে পর্বতাভিযানের গতিকে কিছুটা স্তিমিত করে। ১৯৭৪-এ আবার দুর্ঘটনা। ২৩,৪৬০ ফুট উঁচু হরদেওল পর্বতাভিযানে গিয়ে অ্যাভালাঞ্চে (তুষারধসে) চাপা পড়েন চার পর্বতারোহী। ওঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নারী, অতি-প্রতিশ্রুতিমানা শ্রীলা কুন্ডু। ওঁরা চিরকালের মতো তুষারগর্ভে হারিয়ে গেলেন। ১৯৭৫-এ নেত্রী রমা সেনগুপ্ত'র নেতৃত্বে বিজিত হয় ২২,৫৪২ ফুট উঁচু কেদারডোম পর্বত। আবার এই ১৯৭৫ সালেই নারী অভিযাত্রীদের জন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেন তিনবছরের শিশুকন্যার জননী জাপানি গৃহবধূ জুনকো তাবেই। তিনিই প্রথম নারী যিনি এভারেস্ট শিখরে পা রেখেছিলেন। ১৯৭৭ সালে দিল্লির প্রবাসী বঙ্গললনা ভারতী ব্যানার্জী পরপর দুটো শিখরে আরোহণ করেন। আইএমএফ-এর সাথে কামেট (২৫,৪৪৭) এবং এনসিসির সাথে রতবন (২০,২৩০ফুট) পর্বত বিজয় করে এক অসামান্য নজির সৃষ্টি করেন।

১৯৬৭ থেকে শুরু করে বিগত শতকের শেষ পর্যন্ত বাঙালি নারীরা ধারাবাহিক ভাবে রচনা করেছে পর্বতারোহণের স্বর্ণযুগ। সংঘটিত হয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিযান যেখানে মহিলারা শরিক ছিলেন। আবার একান্তভাবে মহিলাদের অভিযানও হয়েছে অনেক। যেমন ১৯৬৯-এ পথিকৃৎ ক্লাবের দিপালী সিনহার নেতৃত্বে শিগরি পর্বত (২১,৭৬৮) অভিযান। ১৯৭১-এ ওই একই ক্লাব ও নেত্রীর গাড়োয়াল হিমালয়ের ১৭,৫০০ উঁচু অনামা পর্বতে অভিযান, ১৯৭৪ সালে হিমাচলের দেও-টিব্বা (১৯,৬৮৭) অভিযান, ১৯৭৭ সালে গিরিদূত ক্লাবের আয়োজনে পূর্বোল্লেখিত স্বপ্না (মিত্র) চৌধুরীর নেতৃত্বে মৃগথুনী (২২,৪৯০) অভিযান। এরকম ফি'বছর নিয়ম করে এক বা একাধিক অভিযান সংগঠিত হয়েছে হিমালয়ে, বাংলা থেকে। নিচে তার একটা সারণি

দেওয়া হ'ল।

সন	সংগঠক দল	নেতৃত্ব	পর্বত
১৯৭৮	হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন	রমা সেনগুপ্ত	ধরমসুরা (২১১৪৮)
১৯৭৯	গিরিদূত ও চন্দননগর মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব	বাণী বসু	শিগরিলা (২০৪১৬)
১৯৮১	গিরিদূত	লিপিকা ঘোষ	ত্রিশুল (২৩৩৬০)
১৯৮২	গিরিদূত	লিপিকা ঘোষ	মাকার-বে (১৯৯১০)
১৯৮২	?	আরতি ঘোষ	চন্দ্রভাগা (২০৪৪০)
১৯৮৩	গিরিদূত	লিপিকা ঘোষ	কেওরং-১ (২০৮০০)
১৯৮৪	বাজেশিবপুর মিতালি সংঘ	মুনমুন চ্যাটার্জি	গাড়োয়ালের একটি অনামা (২০২২৬)
১৯৮৪	পথিকৃৎ	দীপালি সিন্‌হা	রুদ্রগয়রা (১৯০৯০)
১৯৮৭	পথিকৃৎ	দীপালি সিন্‌হা	দেও-টিব্বা (১৯৬৮৭)
১৯৮৭	গিরিদূত	সতী সেনগুপ্ত	মিলাং-১০ (১৯১৯৮)
১৯৮৭	গিরিদূত	লিপিকা ঘোষ	টেলা-২ (১৯৭৯৮)
১৯৮৭	হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন	দোলা সরকার	গঙ্গোত্রী-২ (২১৬৫০) গঙ্গোত্রী-৩ (২১৫৭৮)
১৯৮৯	কাঞ্চনজঙ্ঘা ফাউন্ডেশন	শীলা দে	মিলাং-১ (১৮২৯৮)
১৯৯১	হিমালয়ান এনজয়ার্স	চিত্রা ঘোষ	মানালি (১৮৫৯১)
১৯৯২	শিখর মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব	অনিতা সরকার	রাথোং (২১৯১১)

শুধুমাত্র বাঙালি নারী পর্বতারোহীদের দ্বারা সংঘটিত অভিযানগুলো ছাড়াও অজস্র মিশ্র অভিযান ছিল যেখানে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা আরোহণে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহণ করেছে। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষরাই নেতৃত্ব দিয়েছে, কিন্তু মূল অভিযানে দেখা গেছে মেয়েরাও নেতৃত্ব দিচ্ছে। শীর্ষ জয়ের ক্ষেত্রেও সফল অভিযাত্রীদের তালিকায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের নাম লেখা হয়েছে বার বার। এমনকি, দেখা গেছে, অনেক মিশ্র অভিযানে শুধুমাত্র নারীরাই পর্বতশৃঙ্গ জয় করেছেন এরকম নজিরও আছে। নারী ও পুরুষ আরোহী সমন্বয়ে সংগঠিত অভিযানগুলোয় নারীদের নেতৃত্ব দেওয়ার ঘটনাও আছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৮৪ সালে হুগলি অ্যাডভেঞ্চার লাভার্স-এর আয়োজনে সংঘটিত গাড়োয়ালের যোগীন-১ (২১,২১০ ফুট) অভিযান। অভিযানের নেতা ছিলেন বাণী বসু। ওই বছরেই যাদবপুর মাউন্টেনিয়ারিং এন্ড হাইকিং ক্লাবের সুদীপ্তা নন্দীর নেতৃত্বে গাড়োয়ালের মাউন্ট জাওনলী (২১,৭৬০ ফুট) অভিযান হয়। তারপর একে একে ১৯৮৬-তে বাজে শিবপুর মিতালী সংঘের মুনমুন চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে গাড়োয়ালের মান্দানী (২০,৩৩০ ফুট) অভিযান, শিখর ক্লাবের অনিতা সরকারের নেতৃত্বে গাড়োয়ালের কালিন্দী (২০,০২০ ফুট)

অভিযান, ১৯৮৭ সালে গিরিদূত ক্লাবের লিপিকা ঘোষের নেতৃত্বে টেলা-২ (১৯,৭৯৮ ফুট) অভিযান, বাজে শিবপুর মিতালী সংঘের মুনমুন চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে হিমাচলের স্নো-কোন (২০,৪২৫ ফুট) ও একটি অনামা শৃঙ্গ (২০,০৭৭ ফুট) অভিযান, ১৯৮৮ সালে 'ক্লাইম্বার্স ইন'-এর বাণী বোসের নেতৃত্বে গঙ্গোত্রী-২ (২১,৬৫০ ফুট) অভিযান। তালিকাটা বেশ লম্বা। তাই আর একটা সারণি বরং প্রস্তুত করা যাক।

সন	সংগঠক দল	নেতৃত্ব	পর্বত
১৯৮৮	শিবপুর মিতালী সংঘ	মুনমুন চ্যাটার্জী	কোটেশ্বর (১৯৭৯৮)
১৯৮৯	পিএন্ডটি মাউন্টেনিয়ারিং	সর্বানী চ্যাটার্জী	মেরু নর্থ (২১২৩০)
১৯৮৯	ক্লাইম্বাস ইন	বাণী বসু	কালানাগ (২০৯৫৬)
১৯৮৯	যাদবপুর ইউনিভার্সিটি মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব	পূর্ণিমা দত্ত	কেয়ারাং-২ (২০২৯৮) কেয়ারাং-৩ (২০২০০)
১৯৯০	পিএন্ডটি মাউন্টেনিয়ারিং	সর্বানী চ্যাটার্জি	কোটেশ্বর (১৯৭৯৮)
১৯৯০	ক্লাইম্বার্স ইন	বাণী বসু	ভাগীরথী-২ (২১৩৬৪)
১৯৯০	সাউথ ক্যালক্যাটা ট্রেকার্স	সীতা ঘোষ	ইয়াংবুক (১৯৫৩০)
১৯৯০	ক্লাইম্বার্স সার্কেল	মৌসুমী ঘোষ	কেয়ারাং-২ (২০২৯৮)
১৯৯০	ব্রহ্মকমল	স্নিগ্ধা দত্ত	গঙ্গোত্রী-১ (২১৮৯০)
১৯৯০	এক অ্যান্ড স্নো	বাসন্তী ভট্টাচার্য	রাধানাথ (২১০২০)
১৯৯০	গিরিদূত	লিপিকা ঘোষ	হিমাচলের অনামা পর্বত (২০৪৯৩)
১৯৯১	পিএন্ডটি মাউন্টেনিয়ারিং	সর্বানী চ্যাটার্জি	মিলাং-৭ (২০৮০০)
১৯৯১	শিখর ক্লাব	সুমিত্রা শীল	সুদর্শন (২১৩৮০)
১৯৯১	ক্লাইম্বার্স ইন	বাণী বসু	মান্দানী (২০৩৩০)
১৯৯১	যাদবপুর ইউনিভার্সিটি	পূর্ণিমা দত্ত	কেয়ারাং-৫, ৬, ৭
১৯৯১	হিমালয়ান এনজয়ার্স	চিত্রা ঘোষ	মানালি (১৮৫৯১)
১৯৯১	বহরমপুর মাউন্টেনিয়ার্স	সতী সেনগুপ্ত	টেন্ট পিক (১৯৫৬২)
১৯৯১	?	বন্দনা ঘোষ	বন্দরপুঞ্ছ (২০৭২০)
১৯৯১	ব্রহ্মকমল	স্নিগ্ধা দত্ত	কেদারডোম (২২৪১০)
১৯৯২	এক্সপ্লোরার্স ইন্সটিটিউট	সীমাশ্রী ব্যানার্জি	টেন্ট পিক (১৯৫৬২) ও ভানোটি (১৮৫২০)
১৯৯২	সাউথ ক্যালক্যাটা ট্রেকার্স	সীতা ঘোষ	যোগিন-১ (২১২১০)
১৯৯৩	যাদবপুর ইউনিভার্সিটি	পূর্ণিমা দত্ত	সিবি-৪৮ ও ৪৯
১৯৯৩	শিখর ক্লাব	অনিকা সরকার	কেয়ারাং-১ (২০৩৯৮) কেয়ারাং-২ (২০২৯৮)
১৯৯৩	পিএন্ডটি মাউন্টেনিয়ারিং	সর্বাণী চ্যাটার্জি	ত্রিশূলী (২৩২১০)

১৯৯৪	বাজেশিবপুর মিতালী সংঘ	মুনমুন চ্যাটার্জি	মায়ো-কাংরি (১৯৫৮০)
১৯৯৪	ব্যারাকপুর মাউন্টেনিয়ারিং	স্বপ্না মিত্র (চৌধুরী)	গ্যাভ্স্ট্যাং (২০২১৮)
১৯৯৫	এক্সপ্লোরার্স, বহরমপুর	সীমাশ্রী ব্যানার্জি	কালানাগ (২০৯৫৬)
১৯৯৫	এক্সপ্লোরার্স, মেদিনীপুর	লিলি কুণ্ডু	ফ্লুটেড পিক (২০২০১৭)
১৯৯৫	হিমালয়াজ বেকন	রীতা ঘোষ	গঙ্গোত্রী-৩ (২১৫৭৮)
১৯৯৬	এক্সপ্লোরার্স, গোপীবল্লভপুর	পূর্ণিমা দত্ত	চামশের কাংরি (২১৭২৫) লামশের কাংরি (২১৮৬৮) লপগো (২১০১২)
১৯৯৭	হিমালয়াজ বেকন	লাভলি দাস	তোপাংগোহ্-১ ও ২
১৯৯৮	ক্লাইম্বার্স অ্যান্ড এক্সপ্লোরার্স	সুদীপ্তা মিত্র	বন্দরপুঞ্ছ – ২ ও ৩
১৯৯৮	দুর্গাপুর মাউন্টেনিয়ারিং	জয়ন্তী চৌধুরী	কালানাগ
১৯৯৮	চন্দননগর বুক ব্যাংক	মাধবী বর্মন	সুদর্শন
১৯৯৮	বাজেশিবপুর মিতালী সংঘ	মুনমুন মল্লিক	কালিন্দী (২০০২০)
১৯৯৮	তড়িৎ মেমোরিয়াল ...	কল্পনা মুখার্জি	হিমাচলের সিবি – ১৩ ও ১৩এ (২০৫৬২, ২০৪৭০)

উপরের অভিযান সারণি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয় যে, ৮০ এবং ৯০ দশক জুড়ে যত পর্বতাভিযান সংগঠিত হয়েছিল পশ্চিমবাংলা থেকে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল; এবং অনেক ক্ষেত্রে ওঁরা নেতৃত্বও দিয়েছেন। [চলবে]